দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 05 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গনে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলাদের নিয়োগ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ষাট ভাগ পদে মহিলাদের নিয়োগের সরকারী সিদ্ধান্ত সুবিবেচনা প্রসূত বলে মনে হয় না। আমাদের সামগ্রিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই এটা সমর্থনযোগ্য নয়। দেশের হাজার হাজার তরুণ শিক্ষিত যুবকদের বেকার রেখে শিক্ষার অনগ্রসর পল্লী গ্রামের স্বল্প শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য ষাট ভাগ চাকুরী রিজার্ভ রাখলে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না।

তা ছাড়া, এর অন্য একটি গুরুতর দিকও আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পল্লীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গ্রামের পথ-ঘাট মেয়েদের যাতায়াতের পক্ষে সুগম নয়। বিশেষতঃ বর্ষকালে একজন মহিলার পক্ষে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এমনকি এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যাওয়াও সহজসাধ্য নয়। উপরন্তু সামাজিক অবস্থা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ মুসলমান মেয়েদেরকে এই ধরনের চাকুরী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে না। এই সুযোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পদে (এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও) সংখ্যালঘু কোন কোন সম্প্রদায়ের মহিলারা অধিক মাত্রায় নিয়োগ লাভ করছেন। স্বভাবতই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাগণ বোধগম্য কারণেই শতকরা ৯০% ভাগ মুসলমান ছেলে-মেয়েকে ধর্মীয় বিষয়ে পথভ্রষ্ট করতে পারে। ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ গল্প শুনতে ভালবাসে। এই সুযোগে তারা কাল্পনিক দেব-দেবীর গল্প এবং সুযোগমত ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বৈরীতার কারণে বিরূপ প্রচারণা চালিয়ে যাবে। কোমলমতি বালক-বালিকাগণ শৈশবে ইসলাম সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা নিয়ে পরবর্তীতে তাদের সারা জীবনে এই ভুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। পরিণামে এই ভুল শিক্ষা/ভুল ধারণার কারণে তারাও ইসলামপন্থী না হয়ে ইসলামের বৈরী শক্তিতে পরিণত হওয়ার আশংকা আছে।

এছাড়া, দেশের যাবতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে এই সকল শিক্ষিকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকবেন। ফলে, তারা স্বাভাবতই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন দল/ব্যক্তির হয়ে সাধারণ মহিলা সমাজের মধ্যে কাজ করবেন এবং শতকরা ৭৮% ভাগ অশিক্ষিত (মহিলা ,১০০%) ভোটারকে ভুল পথে পরিচালিত করবেন।

এমতাবস্থায় পদ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা প্রদানের ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। এমনিতে বর্তমান ১৫% শতাংশ মহিলা ভোটার অধিকাংশ সংখ্যালঘুদের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের দখলে চলে গেছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে কি সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে?

—এমএ মান্নান,

উচ্চ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। সুদূরকাল থেকে এ দেশের মানুষ ইসলামী মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ও বিশ্বস্ত। এ দেশের মানুষ ধর্ম প্রিয়। এরা ধর্মকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে। ধর্মহীন জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে। এ জন্য ধর্মের জন্য এরা জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের অর্থ দিয়েই পরিচালিত হয়। এ দেশের কৃষকেরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থ যোগায়। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে— এ অর্থ ব্যয় করে যারা শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান অর্জন করে তারা অর্থ যোগানদানকারীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে বার বার কুঠারাঘাত হানে, এর মূল কারণ হল, উচ্চ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। একজন ছাত্র হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করে অনেক জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু সে শিখতে পারে না তার অভিভাবকের সবচেয়ে প্রাণের দাবীটি, শিখতে পারে না জাতির আসল অনুভূতিটা।

একজন মুসলমানের ছেলে দীর্ঘ ষোল বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করে শিখতে পারে না পবিত্র কোরআনের একটি ছোট্ট আয়াতের অর্থ/মর্মার্থ। এর চেয়ে লজ্জা এ জাতির জন্য আর কি হতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে যে ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয়, তাতে একজন মুসলমানের জন্য শিক্ষার কিছুই নেই।

তাই, আজ গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি জাতীয় দাবী হলো, একাদশ শ্রেণী হতে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের অন্তত একটি পারা বাংলা অর্থ ও বিশ্লেষণসহ সিলিবাসে অন্তর্ভুক্ত করে, মুসলিম ছাত্রদের সকল গ্রুপের জন্য বাধ্যতামূলক করা হোক এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা উচিত। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তার সরকার ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন, তাদের আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে নয়, তাহলে এমন একটি অপরিহার্য ও কল্যাণময় ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা কোথায়? তাই আশা করি— সরকার এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

—মোঃ শোয়াইবুল আলম।